বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতির গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন বা কিছু ধারার /বিধির সংশোধনী, সংযোজনী এবং বিযোজনীর প্রস্তাবনা।

প্রস্তাবনা ঃ-

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের বসবাসকারী মানুষ সৌহার্দ,সহযোগিতা ও সাধারণ স্বার্থের ভত্তিতে পারস্পরিক সংগঠনের জন্য নিজেদের ভিতর একতা গড়ে তোলে। একতাই শক্তির উৎস এবং বিছিন্নতা মানুষকে অসহায় দুর্বল করে রাখে।

সমাজ জীবনে মানুষ অহরহ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সকল সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান মানুষকেই খুঁজে বের করতে হয় স্বীয় প্রয়োজনের তাগিদে। একক ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কারো পক্ষে এই কাজ সম্পাদন করা সব সময় সহজ ও ফলপ্রসূ হয় না। অতএব একতা,সৌহার্দ ও সম্প্রীতির মাধ্যমে মানুষকে ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

এই নীতি ও মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা হিলভিউ আবাসিক এলাকার প্লটের মালিকগণ একটি আবাসিক কল্যাণ সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সমিতির উদ্দেশ্যে,আদর্শ ও সাংগঠনিক রীতিনীতি আমাদের চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নামে

ধারা-১ ঃ নামকরন ঃ-

এই সমিতির নাম “হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতি”

অতএব সমিতির দ্বারা “ হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতি” বুঝাবে এবং কোম্পানী দ্বারা হিলভিউ হাউজিং কোম্পানী লিঃ বুঝাবে।

ধারা-২ ঃ ঠিকানাঃ

হিলভিউ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ভবন, রোড নং-১, ব্লক-এ, হিলভিউ আবাসিক এলাকা,পশ্চিম ষোলশহর। ডাকঘর-চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইউস্টিটিউট-৪২০৯,থানা-বায়েজিদ বোস্তামী, জেলা-চট্টগ্রাম।

ধারা-৩ ঃ বৈশিষ্ট্য-

ইহা একটি সম্পুর্ন অরাজনৈতিক,সামাজিক শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান।

ধারা-৪ ঃ চৌহদ্দী / র্কাযকরী এলাকা ঃ

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ র্কতৃক হিলভিউ হাউজিং কোম্পানী লিঃ নামে অনুমোদিত এলাকা হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতির এলাকা বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-৫ ঃ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

ক) এই সমিতির সাধারণ সদস্য/সদস্যা বা তাদের পরিবারবর্গের মধ্যে পারস্পারিক সম্প্রীতি,সহমর্মিতা ,মৈত্রীর সুদৃঢ় বন্ধন ,ভ্রাতৃত্ব ও সৌহাদার্পূণ সম্পর্ক স্হাপন,একতা ও সুপ্রতিবেশী সুলভ সর্ম্পক গড়ে তোলা, প্রতিকুল অবস্হায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং সমঝোতার ভিক্তিতে ভ্রাতৃসুলভ চেতনার প্রসার ঘটানো এই সমিতির লক্ষ্য।

খ) সমিতির বাসিন্দা তথ্য সমিতির সদস্যবৃন্দের মধ্যে পারস্পারিক সমঝোতার ভিক্তিতে ভ্রাতৃ সুলভ চেতনার প্রসার ঘটানো ও আমাদের সমিতির প্রধান উদ্দেশ্যে।

গ) হিলভিউ আবাসিক এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যুগোপযোগী উন্নত আবাসিক এলাকা গঠনের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালানো ও পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম গ্রহন করাই এই সমিতির অন্যতম লক্ষ্য।

ঘ)শিশু কল্যাণ, যুবকল্যাণ,মহিলা কল্যাণ,পরিবার পরিকল্পনা কারিগরি প্রশিক্ষন এলাকাবাসির ছেলেমেয়েদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, উন্নয়ন, ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা, সাস্হ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য।

ঙ) হিলভিউ আবাসিক এলাকার অসমাপ্ত উন্নয়নমূলক কাজ সমাপ্ত করানোর জন্য এই সমিতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ধারা-৬ ঃ কর্মসূচী ঃ

এতদ্ব্যতীত নিম্মোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমিতি কাজ করে যাবে।

ক) হিলভিউ আবাসিক এলাকার শান্তি ,শৃংখলা,নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল কার্যক্রম গ্রহন করা তথা জেলা প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ এর সহযোগিতা কামনা করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

খ) রাস্তাঘাট, পুল, নালা-নর্দমা স্হাপনের ও মেরামতের জন্য অবকাঠামো গঠন/ উন্নয়ন করার জন্য এবং বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস লাইন সম্প্রসারন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কৃর্তপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে কার্যকর পদেক্ষপ গ্রহন করা।

গ) হিলভিউ আবাসিক এলাকায়স্হিত হিলভিউ জামে মসজিদ ,মসজিদ সংলগ্ন কবরস্হান, ঈদগাহ, মক্তব, হিলভিউ পাবলিক স্কুল ও তৎসংলগ্ন মাঠ ইত্যাদির উন্নয়ন রক্ষনাবেক্ষন ও পরিচালনা করা এবং আবাসিক এলাকার বিপনন কেন্দ্র, কমিউনিটি ও হেলথসেন্টার, খেলার মাঠ, শিশু পার্ক ইত্যাদি প্রতিষ্টার জন্য কার্যক্রম গ্রহন করা।

ঘ) একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ঙ) ধর্মীয় ও জাতীয় দিবস সমূহ মর্যাদার সাথে পালনের মাধ্যমে জনজীবনে ইহার প্রতিফলন করা। বিনোদন ক্রীড়া, শিশু ও মহিলাদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন, দুঃস্হদের সহযোগীতা করা এবং সর্বোপরি এলাকার সাবির্ক উন্নয়নের সাথে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করা।

চ) হিলভিউ আবাসিক এলাকার অভ্যন্তরে ন্যায় বিচার প্রতিষ্টা, আইন শৃংখলা পরিস্হিতি স্বাভিবিক রাখা, র্দুনীতি, মাদক ও অশ্লিনতা রোধে বলিষ্ঠ পদেক্ষেপ গ্রহন, সকল ধর্মাবলম্মীদের ও সর্ব সাধারনের সামাজিক অধিকার, মান, মর্যাদা ও স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যবস্হা গ্রহন করা।

ছ) আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালনের ব্যবস্হা করা।

জ) যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হিলভিউ প্লট ও ফ্ল্যাট মালিকদের ছেলে সন্তানদেরকে নিয়ে গঠিত হিলভিউ ক্লাবকে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সার্বিক সহযোগীতা করা হবে।তাদের নিজস্ব গঠনতন্ত্র থাকবে যা হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

ধারা-৭ ঃ সদস্য পদ/সাধারন সদস্য পদ লাভের যোগ্যতা ঃ

হিলভিউ আবাসিক এলাকায় হিলভিউ হাউজিং কোম্পানি লিঃ এর নামে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নকশাভুক্ত প্লটের মালিকগন বা তাদের পরিবর্তে নিম্মে উল্লেখিত উপধারা ক,খ,গ ও ঘ মোতাবেক ব্যাক্তি ধর্ম, বর্ন, গোত্র ও শ্রেণি নির্বিশেষে সভাপতির অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত চাদাঁ প্রদানের মাধ্যমে অত্র সমিতির সদস্য/ সদস্যা হবার যোগ্যতা লাভ করবেন।

ক) প্রতিটি পাচঁ গন্ডার প্লটের মূল মালিক নিজে অথবা মূল মালিকের মৃত্যুর পর বৈধ উত্তরাধিকারীগন হতে (ওয়ারিশানসূত্রে) সর্বোচ্চ দুই (০২) জন সমিতির সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন।

খ) পাচঁ গন্ডা প্লটের মূল মালিক তারঁ ভূমি অন্য কারো নিকট সম্পুর্ন বা অংশবিশেষ বিক্রয় করলে ক্রয়সুত্রে যিনি বা যারা মালিক হবেন তাকে বা তাঁদেরকে সমিতির নির্ধারিত চাদাঁ/অনুদান প্রদান করে অত্র সমিতির সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করতে হবে। সেক্ষেত্রে ক্রয়সূত্রে মালিক এক জন হলে তিনি নিজে এবং দুই বা ততোধিক হলেও সর্বোচ্চ দুই জন এবং আড়াই ($২\frac{১}{২}$) গন্ডা ভূমির জন্য একজন অত্র সমিতির সদস্য পদ লাভের যোগ্যতা অর্জন করবেন।

গ) প্লটের মূল মালিক ডেভেলেপার বা অংশীদারের মাধ্যমে তাঁর ভূমিতে বহুতলা / বহুফ্ল্যাট বিশিষ্ট দালান তৈরী করলে সেক্ষেত্রে মূল মালিকের পক্ষ থেকে একজন এবং ফ্ল্যাট ক্রয়সূত্রে ফ্ল্যাট মালিকগনদের পক্ষ থেকে একজন সমিতির সদস্য হতে পারবেন। পাচঁ গন্ডা প্লটে বহুতলা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট বাড়ী নিমির্ত হলে মূল মালিক না থাকিলে তাহলে সকল ফ্ল্যাট মালিকের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ দুইজন সদস্য হতে পারবেন।

ঘ) কোন প্লট/ ফ্ল্যাট মালিক উপরোক্ত ধারায় সদস্য হওয়ার পর তিনি হিলভিউ আবাসিক এলাকায় অনুপস্হিত থাকেন অথবা গুরুতর অসুস্হ হওয়ায় দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে উনার পরিবর্তে তারঁ ওয়ারিশদের পক্ষথেকে একজন উনার প্রতিনিধি হিসাবে সদস্য হতে পারবেন। তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগসহ যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারবেন, কিন্তু তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

ঙ) সদস্য পদ লাভের নিয়মঃ

সদস্য পদ প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করে প্রতিজনকে সভাপতির নিকট আবেদন করতে হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে পনের দিনের মধ্যে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক অনুমোদনের পর কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তি ফি ও মাসিক চাদাঁ (৬মাসের) একত্রে প্রদান করে নিয়মিত সাধারণ সদস্য হিসাবে তালিকাভূক্ত হবেন। যদি কার্যনির্বাহী পরিষদ অনুমোদন করতে অপারগ/অসম্মত হয় সে ক্ষেত্রে কার্যনিবাহী পরিষদের সভার তারিখ হতে (০৭) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ উল্লেখ করে আবেদনকারীকে জানাবেন।

মূল গঠন তন্ত্রের ধারা-৭ এর গ,ঘ,ও ঙ উপধারা সমূহ বাতিল করার প্রস্তাব করছি।

চ) সদস্যপদ বাতিল /সদস্যপদের বিলুপ্তিঃ

১) কোন সদস্য সেচ্চায় সমিতির সদস্য পদ হতে অব্যাহতি চেয়ে সভাপতি বরাবরে লিখিত আবেদন করলে তার সদস্য পদ বাতিল বলে গন্য হবে।

২) কোন সদস্য যদি তারঁ ভূমি/ প্লট অথবা ফ্ল্যাট এর মালিকানা হস্তান্তর (বিক্রয় বা দানের মাধ্যমে) করেন সে ক্ষেত্রে তারঁ সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে।

৩) কোন সদস্য যদি মৃত্যুবরন করেন বা আদালত কর্তৃক চারিত্রিক বা নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য দোষী বা উম্মাদ সাব্যস্হ হলে সেক্ষেত্রে তাঁর সদস্য পদ বাতিল বলে গন্য হবে।

৪) কোন সদস্য সমিতির গঠনতন্ত্রের কোন ধারা লংঘন করলে অথবা সমিতির স্বার্থ পরিপন্থি কাজে লিপ্ত বা সমিতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা প্রমানিত হলে সভাপতি মহোদয় কার্যনিবাহী পরিষদের সাথে আলোচনা করে উক্ত সদস্যকে পনেরো (১৫) দিনের সময় দিয়ে কারণ দর্শানো নোর্টিশ প্রদান করবেন এবং উক্ত নোটিশের জবাব না দিলে অথবা জবাব প্রাপ্তির পর কার্যনির্বাহী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ ($\frac{২}{৩}$) সদস্যের নিকট উক্ত জবাব সন্তোষজনক না হলে তার সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে।

৫) কোন সদস্য পর পর **১২** মাস (একবৎসর) সমিতির মাসিক চাদাঁ প্রদান না করলে তাঁর সদস্যপদ সামায়িকভাবে স্হাগিত বলে গন্য হবে। সাময়িকভাবে স্হাগিত হলে উক্ত সদস্য সমিতির কোন সভায় উপস্হিত হতে পারবেন না এবং কোন সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি একসাথে সমুদয় বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করলে পুনরায় তাঁর সদস্য পদ চালু হবে।

৬) সদস্য পদ বিলুপ্ত বা বাতিল হলে পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি সমিতির সকল পাওনা পরিশোধ করে সমিতির সদস্য পদ লাভের জন্য পুনরায় আবেদন করলে কার্যনিবাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যদের মতামতের ভিক্তিতে সভাপতি মহোদয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন।

ধারা-৮ ঃ পরিষদ

সমিতির সাংগঠনিক কার্যাবলি পরিচালনার জন্য দুইটি (০২) পরিষদ থাকবে।

১) সাধারণ পরিষদ ঃ

ক) এই পরিষদ অত্র সমিতির সকল সদস্যদের/ সদস্যাদের সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। এই পরিষদ বিধিবিধান প্রনয়ন করবে এবং কার্যনর্বাহী পরিষদের উপর পূর্ন নিয়ন্ত্রন থাকবে।
খ) এই পরিষদ বৎসরে অন্তত একবার বার্ষিক সাধারণ সভায় মিলিত হবে। সভায় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক বিগত অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য আয় -ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাবের প্রতিবেদন এবং পরবর্তী অর্থ বৎরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের (বাজেট) হিসাবের প্রস্তাবনা ইত্যাদি অনুমোদন করবে অথবা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সহ সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। এসব অনুমোদন বা সিদ্ধান্ত প্রদান উপস্হিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্টের মতামতের ভিক্তিতে গৃহিত হবে। প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদ জরুরী/বিশেষ সাধারণ সভা ও আয়োজন করতে পারবে।

গ) এই পরিষদ বার্ষিক সাধারন সভা অথবা বিশেষ সাধারন সভায় উপস্হিত দুই তৃতীয়াংশ($\frac{২}{৩}$) সদস্য এর সরাসরি ভোটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক উপস্হাপিত গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা, উপধারা,বিধি-বিধান সংশোধন,বিয়োজন বা সংযোজন সংক্রান্তে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারবে। এক্ষেত্রে উক্ত সভা অনুষ্ঠানের পনের(১৫) দিন পূর্বে গঠনতন্ত্র সংশোধন/ সংযোজনী বা বিয়োজনের প্রস্তাবনা অবশ্যই সকল সাধারন সদস্যদের নিকট পৌছাতে হবে।

২। কার্যনির্বাহী পরিষদঃ

ক) এই পরিষদ সাধারন সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হবেন। এই পরিষদের মেয়াদ হবে শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানের দিন হতে পরবর্তী দুই বৎসর এবং সদস্য সংখ্যা হবে পনের (১৫) জন।

ক) সাধারন দ্বিবার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের সর্বোচ্চ সাত (০৭) দিনের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচিত সদস্যদের সভা আহবান করে এবং শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রথম সভায় নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্টের মতামতের ভিক্তিতে ১জন সভাপতি, ১জন সিনিয়র সহ-সভাপতি, ১জন সহ-সভাপতি, ১জন সাধারণ সম্পাদক, ১জন সহ-সাধারণ সম্পাদক, ১ জন অর্থ সম্পাদক, ১জন সাংগঠনিক সম্পাদক, ১জন দপ্তর, প্রচার ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক, ১জন শিক্ষা স্বাস্হ্য, পরিচ্চন্নতা ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক , ১জন ক্রীড়া সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদক নির্বাচিত করা হবে। অপর পাচঁজন কার্যনির্বাহী সদস্যপদে থাকবেন।

গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হওয়ার পরপরই উক্ত পরিষদ হিলভিউ জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি,হিলভিউ পাবলিক স্কুল পরিচালনা কমিটি, উপদেষ্ঠা কমিটি সহ সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উপ কমিটি গঠন করবে এবং গঠিত কমিটি সমূহের কার্যক্রম তদারকি করবে ও প্রযোজনীয় সহয়তা প্রদান করবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পুনরায় নবগঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক উক্ত নতুন কমিটি সমূহ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত কমিটি সমূহের মেয়াদ কাল হবে বা মেয়াদ বজায় থাকবে। উক্ত কমিটিসমূহ স্বাধীনভাবে কাজ করবে। তবে তাদের সকল কর্মকান্ডের জন্য হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। উপোরক্ত কোন কমিটি/ পরিচালনা কমিটি অত্র সমিতির স্বার্থবিরোধী কোন কাজ করলে প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদ সেই কমিটি পুর্নগঠন,বাতিল কিংবা প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা নিতে পারবে।

ঘ) শূণ্য পদ পুরণঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকতা/সদস্য বিনা নোটিশে পরপর তিনটি সভায় অনুপস্হিত থাকলে তার কার্যনির্বাহী সদস্যপদ/পদবী বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে সাধারণ সদস্যপদ বহাল থাকবে। উক্ত পরিষদের কোন কর্মকর্তার/সদস্যের পদ শুন্য হলে সাধারণ বৈধ সদস্যদের থেকে যে কাউকে কার্যনির্বাহী পরিষদের অবশিষ্ঠ সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ($\frac{২}{৩}$)এর ঐকমত্যের ভিক্তিতে শুন্য পদ পূরণ করা যাবে।

ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদের দাযিত্ব ও ক্ষমতা ঃ-

১। গঠনতন্ত্র মোতাবেক সকল প্রকার দায়িত্ব পালনে এ পরিষদ সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

২। সমিতির স্বাথে এ পরিষদ যে কোন সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী গ্রহণ করতে কিংবা বাতিল করতে পারবে।

৩। কর্মচারী নিয়োগ বা বরখাস্ত,সদস্যগণ হতে চাঁদা আদায়, সুধী সমাবেশ, সাংবাদিক সম্মেলন ইত্যাদি করতে পারবে।

৪। কার্যনিবাহী পরিষদের যে কোন সদস্যদের বিরুদ্ধে বা অন্য কোন সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্য্যকর ব্যবস্তা গ্রহণ করতে পারবে।

৫। বিভিন্ন উপ কমিটির এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সম্পাদকদের কার্য্যাদি ও জমা খরচ হিসাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্হা গ্রহন করতে পারবে।

৬। প্রতিষ্ঠানের দলিল পত্র, অন্যান্য সম্পদ সংরক্ষনের ব্যবস্হা করবে।

৭। বার্সিক সাধারণ সভায় পেশের জন্য সাধারণ সম্পাদকের বার্সিক রির্পোট,কোষাধ্যক্ষের অর্থ রিপোর্ট ও বাজেট অনুমোদন করবে।

৮। যথাসময়ে নির্বাচনের ব্যবস্হা করবে। নির্বাচন পরিষদকে নির্বাচনে সহযোগিতা করবে। কার্য্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ পূর্তির দুই মাস পূর্বে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে হতে তিনজনের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন পরিষদের দুই তৃতীয়াশ সদস্যর ঐক্যমতের ভিক্তিতে গঠন করবে। তাদের মধ্যে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হবেন। সুষ্ঠ ও গ্রহন যোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের চাহিদা মোতাবেক কার্য্যনির্বাহী পরিষদ সর্বসম্মত সহযোগিতা প্রদান করবে নির্বাচন কমিশনকে বৈধ সদস্যদের হাল নাগাদ তালিকা প্রদান করবে এবং ছবিযুক্ত ভোটার আইডি কার্ড তৈরীতে সহযোগিতা করবে।

ধারা-৯ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের দায়িত্বও কর্তব্যঃ

ক) **সভাপতি ঃ** তিনি সমিতির সর্বোচ্চ পদে অধিকারী ব্যক্তি। তিনি সাংগঠনিক ও গঠনতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সমিতির কোন প্রস্তাবের উপর বির্তক দেখা দিলে এবং ভোট সংখ্যায় সমস্যা দেখা দিলে সমিতির স্বার্থকে সংহত এবং অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে তার বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি নিষ্পত্তি ভোট প্রদান করতে পারবেন। সভার শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে তিনি যেকোনো ব্যবস্হা নিতে পারবেন। গঠনতন্ত্রের কোন ধারা সর্ম্পকে বির্তক দেখা দিলে তিনি সুষ্ঠ ব্যাখ্যা দিবেন। তিনি সমিতির তহবিলের প্রতি নজর রাখবেন। তিনি যে কোন বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন অথবা কার্য্যকরী পরিষদের মাধ্যমে কারও উপর দাযিত্ব ন্যস্ত করবেন। সাধারণ সম্পাদক কোন সভা আহবানে ব্যার্থ হলে তিনি সভা আহবান করতে পারবেন। সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপ,কর্তব্যে অবহেলা বা অন্য কোন অসদাচরনের জন্য কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্হা গ্রহন করতে পারবেন। গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নাই এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমিতির জন্য প্রয়োজনীয় অনূভূত হলে,সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরী সভা আহবান করে অধিকাংশ সদস্যর মতামতের মাধ্যমে তিনি কার্য্যকর ব্যবস্হা গ্রহন করতে পারবেন। তবে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য অবশ্যই সাধারণ সভায় পেশ করবেন। তিনি সাধারণ পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্য সভাপতির কাছে সকল কর্মকান্ডের জন্য দায়ী থাকবেন। প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি আলোচ্য বিষয় বা বির্তকিত বিষয়ের উপর রুলিং প্রদান করতে পারবেন।

খ) **সিনিয়র সহ-সভাপতিঃ** তিনি সকল কাজে সভাপতিকে সহযোগিতা করবেন। সভাপতির অনুপস্হিতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতি বা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব তিনি পালন করবেন । যাবতীয় কাজের জন্য তিনি সভাপতির নিকট দায়ী থাকবেন।

গ)**সহ-সভাপতিঃ** সিনিয়র সহ-সভাপতির অনুপস্হিতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতি ও কার্যনির্বাহী পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। যাবতীয় কাজের জন্য তিনি সভাপতির নিকট দায়ী থাকবেন।

ঘ) **সাধারণ সম্পাদকঃ** সভাপতির পরামর্শক্রমে সমিতির যাবতীয় সভা আহবান করেন। তিনি সমিতির কার্মকান্ড নিয়ন্ত্রন করবেন এবং সভার কার্য্য বিবরনী, প্রস্তাবাবলী সমিতির যাবতীয় দলিলত্রাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন।তিনি সমিতির যাবতীয় কায্যক্রম পরিচালায় সততা ও নিষ্ঠার সাথে কার্যনির্বাহী পরিষদকে নেতৃত্ব দেবেন। তিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিবেদন উপস্হাপন করবেন। তিনি প্রত্যেক বিভাগের সম্পাদকদের কাজ তদারকী করবেন। সকল সম্পাদক তাদের কর্মকান্ডের জন্য সাধারণ সম্পাদকের কাছে দায়ী থাকবেন। সভাপতি এর সাথে পরামর্শ করে কার্যনিবর্হী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমিতির তহবিল হতে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করবেন। জরুরী

প্রয়োজনে স্বীয় দায়িত্বে দশ হাজার টাকা খরচ করতে পারবেন। তবে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উক্ত খরচ অনুমোদন করিয়ে নেবেন। তিনি নিরাপক্তা,আইন শৃংখলার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখবেন। সমিতির স্বার্থ অপরিহায বিবেচিত হলে সাধারণ সম্পাদক উদ্যোগী হয়ে সভাপতির সাথে পরামর্শ করে কাজ সম্পাদন করবেন। পরে কার্যনির্বাহী পরিষদকে অবহিত করবেন। তিনি সাধারণ পরিষদের সভা পরিচালনা করবেন। যাবতীয় কাজের জন্য তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন।

ঙ) **সহ-সাধারণ সম্পাদক ঃ** সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্হিতিতে তিনি তার পক্ষে দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সকল কাজ সম্পাদন করবেন এবং তিনি নিরাপত্তা ও আইনশৃংখলা রক্ষার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।সভাপতি,সাধারণ সম্পাদক বা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন এবং তিনি তাঁর কর্মকান্ডের জন্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট দায়ী থাকবেন।

চ) **অর্থ সম্পাদক ঃ** তিনি অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব তথা সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব (ভাউচারসহ) সংরক্ষন করবেন। বার্ষিক আর্থিক বিবরনী প্রতিবেদন আকারে সাধারণ সভায় উপস্হাপন করবেন। সকল প্রকার চাদাঁ,অনুদান, ইত্যাদি সমিতির পক্ষে গ্রহন করবেন এবং সমিতির ব্যাংক হিসাবে সমন্বয় সাধন করবেন। সমিতির অর্থের এককালীন নগদ পাচঁ হাজার টাকা (৫০০০.০০) পর্যন্ত নিজের কাজে রাখতে পারবেনএবং উক্ত টাকা সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনা করে সমিতির বিভিন্ন কাজে খরচ করতে পারবেন।তবে তা অবশ্যই পরর্বতী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন নিবেন। সমিতির আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব নিরীক্ষনের জন্য নিরীক্ষককে সকল প্রকার সহযোগিতা করবেন। চাঁদা রশিদ এবং ব্যাংকের চেক মূল সাক্ষরকারী হিসাবে অর্থ সম্পাদক নিজে স্বাক্ষর করবেন এবং প্রতি স্বাক্ষর হিসাবে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর নিবেন। তিনি তাঁর সকল কর্মকান্ডের জন্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট দায়ী থাকবেন।

ছ) **সাংগঠনিক সম্পাদকঃ** তিনি সমিতির যাবতীয় সাংগঠনিক কার্যাদি সম্পাদন করবেন। তিনি সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এবং সমিতির সদস্যপদ নিয়মিতকরনের লক্ষ্যে সকল সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন। সমিতির সদস্যদের সকল প্রকার সুবিধা- অসুবিধা তদারকি করে সুষ্ঠ সমাধানের ব্যবস্হা করবেন।

জ) **দপ্তর, প্রচার ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদকঃ** তিনি সমিতির যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন,সকল প্রকার প্রচার ও প্রকাশনার কাজ করবেন এবং এতদসংক্রন্ত বার্ষিক কাজের পরিধি উপস্হাপন ও কার্যানর্বাহী পরিষদের অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন। তিনি তাঁর সকল কাজের জন্য সাধারণ সম্পাদকের কাছে দায়ী থাকবেন।

ঝ) শিক্ষা, স্বাস্হ্য, পরিচ্ছন্নতা ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদকঃ হিলভিউ আবাসিক এলাকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্হ্য বিষয়ক সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা নিবেন, এলাকার রাস্তাঘাট, নালা, নর্দমা পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা, আবাসিক এলাকার বাড়ীঘরের ময়লা আর্বজনা অপসারন এবং বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ মূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন। তিনি তাঁর কাজের জন্য সাধারণ সম্পাদকের কাছে দায়ী থাকবেন।

ঞ) **ধর্মীয়, ক্রীড়া, ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদকঃ** তিনি উক্ত এলাকায় জাতীয় দিবস সমূহের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমূহ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রস্তাব পেশকরবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের পর তা আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহন করবেন। তিনি তাঁর কাজের জন্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট দায়ী থাকবেন।

ধারা -১০ ঃ নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্হাঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই মাস পূর্বে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্বাচনের ঘোষনা প্রদান করবেন এবং সে লক্ষ্যে সাধারণ বৈধ সদস্যদের মধ্য হতে একজন প্রদান নির্বাচন কমিশনার ও দুই জন নির্বাচন কমিশনার সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন এবং পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে নিয়মিত/বৈধ সদস্যদের হালনাগাদ তালিকা উক্ত নির্বাচন কমিশনের নিকট হস্তান্তর সহ দায়িত্ব অর্পন করবেন। উক্ত নির্বাচন কমিশন দায়িত্বভার গ্রহনের পঞ্চাশ (৫০) দিনের মধ্যে একটি সুষ্ঠ ও গ্রহনযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে যথাযথ পদেক্ষপ গ্রহন করবেন। নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

ক) ভোট পদ্ধতিঃ সকল বৈধ সাধারণ সদস্য গোপন ব্যলেট এর মাধ্যমে কার্যনিবার্হী পরিষদের সদস্য পদে তাদের মনোনীত সর্বোচ্চ ১৫ জন প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন।

ক) নির্বাচন বিধি ব্যবস্হা ঃ নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব গ্রহনের ১৫ (পনেরা) দিনের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি নিষেধ, আচরন বিধি প্রনয়ন করবেন এবং খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে পরমর্শ করে নতুন সদস্য খসড়া ভোটার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করতে পারবেন। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত নির্বাচনের দিনের কমপক্ষে পঁচিশ (২৫) দিন পূর্বে ছবিযুক্ত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন। উল্লেখ্য কোন সদস্যের মাসিক ও প্রাসংগিক চাদাঁ বাকী থাকলে তাকে খসড়া/চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না এবং প্রার্থী ও হতে দেয়া যাবে না। নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার যাবতীয় ব্যয়ের হিসাব এবং অবকাঠামোগত প্রয়োজন কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদককে লিখিতভাবে অবহিত করবেন এবং সাধারণ সম্পাদক মহোদয় কার্যনিবাহী পরিষদের সাথে আলোচনা করে সর্বাত্বক সহযোগিতা প্রদান করবেন। সেক্ষেত্রে পোষ্টার, প্রচার পত্র/ লিফলেট,ব্যানার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারনা চালাবেন, কিন্তু মাইকিং, মিছিল, মিটিং করা যাবে না।

গ) নির্বাচনী কর্মসূচী ঃ

১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিজে প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে নির্বাচন সম্পন্ন করবেন, চাহিদা অনুযায়ী অফিসার নিযুক্ত করবেন,নির্বাচনী পদ্ধতি ঘোষনা করবেন এবং তপশীল প্রকাশ করবেন।

২) তপশীলের মধ্যে নির্বাচন কেন্দ্রের নাম,নির্বাচনের তারিখ ও সময় ঘোষনা করবেন। মনোনয়ন পত্র বিতরণ ও জমাদানের তারিখ ও সময় ঘোষনা করবেন। মনোনয়ন পত্র যাচাই/বাছাই এবং প্রত্যাহারের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। মনোনয়ন পত্রের ফরম ক্রয়ের, জামানতের টাকার পরিমান উল্লেখ পূর্বক মনোনয়ন পত্র জমাদানের সময় রশীদমূলে উল্লেখিত টাকা গ্রহন করবেন।

৩) নির্বাচনের দিনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কার্যনিবাহী পরিষদের সাথে পরমর্শ করে আইন প্রয়োগকারী সংস্হা নিয়োগসহ যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন শুরুর নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার পোলিং অফিসারদের হাতে ব্যালট পেপার,ব্যালট বাক্স ও আনুষঙ্গিক কাগজ ও দ্রব্যসমূহ হস্তান্তর করবেন এবং প্রার্থীদের মনোনিত এজেন্টদের বসার সুষ্ঠ ব্যবস্হা করবেন। নির্বাচনের দিন যদি নির্বাচন সম্পন করতে প্রচন্ড বাধা বা গোলযোগ সৃষ্টি হয় কিংবা কোন প্রাকৃতিক বা জাতীয় দূর্যোগ সংঘঠিত হয় সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন স্হগিত করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে পরমর্শ করে পরর্বতী করনীয় নির্ধারণ করবেন। ভোট প্রদান শেষে ভোট গননা সমন্বয় করে ভোট কেন্দ্রেই ভোটের ফলাফল ঘোষনা করবে প্রধান নির্বান কমিশনার । নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনার সাত (০৭) দিনের মধ্যে নির্বাচিত সদস্যদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তের ব্যবস্হা করবেন।

ঘ) প্রার্থীর যোগ্যতাঃ

প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্বাচন বিধি অনুযায়ী হবে। কোন সদস্য যদি তাঁর নাম ভোটার তালিকাভূক্ত হয় তাহলে তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে পারবেন। তবে প্রতিনিধি সদস্য ভোটার হলেও নির্বাচনী প্রার্থী হতে পারবেন না।

ধারা-১১ সভা ঃ

ক**) সাধারণ পরিষদের সভা/ বার্ষিক সাধারণ সভাঃ** বৎসরে কমপক্ষে একবার সাধারণ সভা বা বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। কারণ উক্ত সভায় বিগত অর্থবৎরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পাস করতে হবে। সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শ করে সভার তারিখ, সময়, স্হান ও আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করে ১৫ দিনের নোটিশ বার্ষিক সাধারণ সভার আহবান করবেন। সকল সাধারণ সদস্য যাতে নোটিশ পেতে পারেন সাধারণ সম্পাদক তা নিশ্চিত করবেন।

খ**) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাঃ**

প্রতি মাসে একবার কোন কারণে সম্ভব না হলে প্রতি দুই মাসের মধ্যে অব্যশই একবার এ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শ করে সবার তারিখ, সময়, ও আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করে তিন (৩) দিনের নোটিশে এ পরিষদের সভা আহবান করবেন।

ঙ**) সভার কোরামঃ**

১। সমিতির বৈধ সদস্যদের র্সবমোট সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) এর উপস্হিতিতে সাধারণ সভার কোরাম হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার কার্যনির্বাহী সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ (২/৩) এর উপস্হিতিতে কোরাম হবে। কোরামের অভাবে সাধারণ সভা/বার্ষিক সাঃ সভা মূলতবী হলে উক্ত সভা পরর্বতী সপ্তাহে একই দিনে একই সময়ে একই স্হানে একই আলোচ্য সূচির উপর অনুষ্ঠিত হবে। এতে কোরামের অবশ্যকতা থাকবে না।

রাধা-১২ঃ তহবিল গঠনঃ

ক) সাধারণ তহবিলঃ প্রত্যেক নতুন সদস্যের জন্য পাচঁ হাজার (৫০০০.০০) টাকা ভর্তি ফি এবং সকল সদস্যর জন্য একশত টাকা (১০০,০০) মাসিক চাদাঁ বাধ্যতামূলক এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনে বিশেষ চাদাঁ আদায় করা যাবে। পাচঁ গন্ডা প্লটের মূল মালিক তারঁ ভূমি অন্যকারো নিকট সম্পূর্ন বা অংশবিশেষ বিক্রয় করলে বা হস্তান্তর করলে যিনি বা যারা ক্রয়সূত্রে বা হস্তান্তরের কারনে নতুন মালিক হবেন তাকে বা তাদেরকে অত্র সমিতি, স্কুল, মসজিদ এর উন্নয়ন তহবিলের জন্য এক লক্ষ(১০০০০০.০০) টাকা অনুদান হিসাবে প্রদান করতে হবে। উক্ত অনুদান না দেয়া পর্যন্ত উক্ত প্লটের মালিকদের সদস্যপদ দেয়া যাবে না এবং সমিতির সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।

ধারা-১৩ ঃ আচরণ বিধি

হিলভিউ আবাসিক এলাকা একটি সুন্দর,স্বাস্হ্যকর,অপরাধ মুক্ত এলাকা হিসাবে গড়ে তুলতে এবং অধিবাসীদের নিজেদের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগিতা,ভাতৃত্ববোধ এবং সর্বোপরি সুন্দর পরিবেশ গঠনের লক্ষ্যে এলাকাবাসীর, তিনি বাড়ীর মালিক হউন কিংবা ভাড়াটিয়া হিসাবে বসবাসকারী যেই হউন না কেন সবার মঙ্গলের জন্য সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য লক্ষ্যে রেখে নিম্নলিখিত আচরণ বিধি (Code of conduct) গ্রহন করা হল এবং যা বাস্তবায়নের জন্য সবার সহযোগিতা কাম্য।

১। সকল প্লট/বাড়ী ফ্ল্যাট মালিকদের গঠনতন্ত্র মোতাবেক সমিতির সদস্য হতে হবে।

২। বসবাসকারী মালিক এবং ভাড়াটিয়া নির্বিশেষে বর্তমানে ঘর হতে "ময়লা উত্তোলন " কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে এবং ময়লা উত্তোলনের জন্য নিদষ্টি হারে চাঁদা দিতে হবে এবং বাড়ীর মালিক বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

৩। প্লট/ফ্ল্যাট মালিকদের নতুন নির্মাণ কার্যক্রম হাতে নেওয়ার পূর্বে কার্য্যকরি কমিটিকে অবহিত করতে হবে এবং সমিতির প্রয়োজনীয় নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৪। নির্মাণ কাযক্রমের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কার্যক্রম অত্র এলাকার বাসিন্দাদের যাতে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত এবং রাস্তার চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তা সংশ্লিষ্টদের নিশ্চিত করতে হবে।

৫। এলাকার বসবাসকারী মালিক অথবা ভাড়াটিয়া যদি কোন সামাজিক অনুষ্ঠান করতে চান তাহলে তা সমিতিকে আগে অবহিত করতে হবে । যাতে পারস্পনিরক সহযোগিতার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়।

৬। যেহেতু অত্র আবাসিক এলাকাটি সিডিএ কর্তৃক অনুমোদিত, সেহেতু সিডিএ এর অনুমতি ছাড়া কোন প্লটে বা বাড়ীর নিচে দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্টান গড়ে তোলা যাবে না।

৭। সকল অসামাজিক, অনৈতিক কাজ (মদ,গাজা,মাদক সেবন এবং জুয়া , বখাটেপনা ,ইবটিজিং) আবাসিক এলাকায় সম্পূর্ণভাবে নিষেদ্ধ এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে সমিতির সকল সদস্যদের যৌতভাবে ব্যবস্হা নিতে হবে।

৮। নিরাপত্তা কার্য্যক্রম পরিচালনায় জন্য সকল সদস্য কর্তৃক প্রয়োজনী সহযোগিতা প্রদান করা।

৯। প্লট সংলগ্ন রাস্তা, নালা, নর্দমা ইত্যাদি যথাযথ ভাবে সংরক্ষন অত্যাবশ্যক, কেহ যেন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তার ব্যবস্হা থাকবে।

১০। গরু,ছাগল, মুরগীর ফার্ম ইত্যাদি পালন ও পরিবেশ বান্ধব নয় এমন কাজ আবাসিক এলাকায় সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ থাকবে।

১১। নিরাপদ আবাসিক এলাকা গড়ে তোলার সকল উদ্যোগকে উৎসাহিত এবং নিরাপদ হবে না এমন কাজকে নিরুৎসাহিত করাই হবে আমাদের এক ও অভিন্ন লক্ষ্য।

ধারা-১৪ঃ বিবিধ

ক) কার্য্যবৎসর ঃ প্রতি জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমিতির কার্য্যবৎসর এবং আর্থিক বৎসর হিসাবগণ্য হবে।

খ) সদস্য রেজিষ্ট্রিঃ সমিতির সকল সদস্যদের নাম ও তথ্যাদি সম্বলিত একটি রেজিষ্ট্রার সংরক্ষন করা হবে।

গ) গঠনতন্ত্র সংশোধনঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন প্রয়োজন অনুভুত হলে প্রস্তাবিত সংশোধনের বিষয় সমূহ ১৫ দিন পূর্বে সদস্যদের নিকট বিতরণ করতে হবে। যে কোন সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাবে। উপস্হিত $\frac{২}{৩}$ অংশ সাধারণ সদস্যের অনুমোদন পেলে তা সংশোধিত বলে গণ্য হবে। ১ মাসের মধ্যে সংশোধিত গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিবনিন্ধকরণ কর্তৃ পক্ষের কাছে দরখাস্ত করতে হবে নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়া গেলে তা কার্যকর হবে।

ঘ) দ্বারা বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হচ্ছে

ঙ) এডহক কমিটিঃ

কোন কারনে কার্যনির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে পড়লে বা অচল হয়ে গেলে অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের বেশীর ভাগ সদস্য পদত্যাগ করলে কার্যনির্বাহী পরিষদের বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিলুপ্ত হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে সাধারণ সদস্যবৃন্দ একটি তলবীসভা আহবান করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ সদস্যদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে এডহক কমিটি গঠন করা যাবে। উক্ত এডহক কমিটি গঠিত হওয়ার পর সমিতির গঠনতন্ত্রের বিধি মোতাবেক সর্ব্বোচ তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন দিয়া একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করবেন। এডহক কমিটি সুষ্ঠু ও গ্রহনযোগ্য নির্বাচনের সকল ব্যবস্হা গ্রহন করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব ক্ষমতা লাভ করবেন। এডহক কমিটির কোন সদস্য নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে পারবেন না। এডহক কমিটির মেয়াদ হবে সর্ব্বোচ তিন (০৩) মাস।

চ) পতাকা ঃ পতাকার দৈঘ্য ১৮´´ ও প্রস্হ ১২´´ । ইহার রং গাঢ় সবুজ ডাশ মাঝখানে সাদা জমিনের উপর মনোগ্রাম খচিত থাকবে।

পরিশিষ্ট

শপথ পত্র

আমি--হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতির কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসাবে নিম্মোক্ত শর্তাবলী সম্পূর্ণ রুপে মেনে চলব মর্মে স্রষ্টার নামে প্রতিজ্ঞা করছি।

ক) সমিতির গঠনতন্ত্র ,বিধি নিধেষ, সভার সিন্ধান্ত সমূহ সহ যাবতীয় নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলব।

খ) সমিতির স্বার্থের অনুকুলে যে কোন কাজ করতে বাধ্য থাকব।

গ) সমিতির স্বার্থের পরিপন্হী নিজে বা অন্যের দ্বারা কোন কাজ করব না।

ঘ) নিয়মিত চাঁদা আদায় করব এবং যথা সম্ভব সভায় যোগদান করতে সচেষ্ট থাকব।

ঙ) স্বীয় স্বার্থের জন্য কোন প্রকার বেআইনী কাজ করা থেকে বিরত থাকব।

পরমকরুণাময় আল্লাহ আমাকে এ ওয়াদা পালনের তৌফিক দিন। আমিন।

--------------------------------ইং তারিখে

সংবিধান অনুমোধন করা হল।

স্বাক্ষরঃ-

রেজিস্ট্রেশন কর্তৃ পক্ষ

স্বেচ্চাসেবী সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমূহ

চট্টগ্রাম।

উপপরিচালক

সমাজ বো বিভাগ,চট্টগ্রাম।

---------------------------ইং তারিখে

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করা হল।

স্বাক্ষরঃ-

সভাপতি-

হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতি

স্বাক্ষরঃ-

সাদারণ সম্পাদক

হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতি